মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন "ছক"

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা ঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরের নাম ঃ ২০০৯-২০১০ইং। প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ ঃ ০১-০৭-২০১০

(১) প্রশাসনিক

১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেট)ঃ

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
মন্ত্রণালয়				
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)ঃ **বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, ঢাকা।**	৩৬	২২	১৪	২
মোট	৩৬	২২	১৪	২

১.২ শূন্য পদের বিন্যাসঃ

যুগ্ম সচিব/ তদূর্ধ পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
X	X	X	৪	৭	৩	১৪

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) পদ শূণ্য থাকলে তার তালিকা ঃ **প্রযোজ্য নয়।**

১.৪ শূন্য পদ পুরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা ঃ **প্রযোজ্য নয়।**

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য ঃ **প্রযোজ্য নয়।**

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
X	X

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান ঃ **প্রযোজ্য নয়।**

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
০২ জন	০২ জন	০৪ জন	X	X	X	X

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে) ঃ **প্রযোজ্য নয়।**

	মন্ত্রী		প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী		সচিব		মন্তব্য
ভ্রমন/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	X	X	X	X	X	X	X
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	X	X	X	X	X	X	X
পার্বত্য চট্রগ্রামে ভ্রমন	X	X	X	X	X	X	X

চলমান পাতা-২

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে) ঃ **প্রযোজ্য নয়।**

	মন্ত্রী		প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী		সচিব		মন্তব্য
ভ্রমন/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	X	X	X	X	X	X	X

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমনের পর ভ্রমন বৃত্তান্ত /পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা ঃ **প্রযোজ্য নয়।**

(২) অডিট আপত্তি ঃ

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

(টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিস্পত্তি		জের	মন্তব্য
	সংখ্যা	টাকার পরিমান		সংখ্যা	টাকার পরিমান		
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, ঢাকা।	**৮টি**	**.০৩৯২**	**৫টি**	**৪**	**.০৩৬৪**	**৪টি**	১৯৮৭-৯০ থেকে ২০০৫-২০০৭ সাল পর্যন্ত অত্র বোর্ডের ৪টি অডিট আপত্তি অনিস্পন্ন রয়েছে। যার আর্থিক সংশ্লেষ ২৭,৬১৪/১৪ টাকা মাত্র।
মোট							

২.২ অডিট রিপোর্ট গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেসসমূহের তালিকাঃ **প্রযোজ্য নয়।**

(৩) দুর্নীতি ও শৃঙ্খলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা) ঃ প্রযোজ্য নয়।

প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
মোট	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারে বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা ঃ

সরকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্বায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা
	রীট পিটিশন মামলা = ০১টি **দেওয়ানী মামলা = ০২টি**	X

চলমান পাতা-৩

(৫) মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণঃ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৭	৭ জন। **1. Computer Appliction & English Language Course.** **2. Modern Office & Financial Management Course.** **3. Basic Office Management Course.** **4. Computer Appliction & English Language Course.** **5. Staff Development Course.** **6. Staff Development Course.** **7. Fire Fighting Course (Govt. org).**

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরে কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকালে তার বর্ণনা ঃ **প্রযোজ্য নয়।**

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশ গ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা ঃ **প্রযোজ্য নয়।**

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন দা জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কিনা; না থাকলে অন দা জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কিনা ঃ **প্রযোজ্য নয়।**

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন বছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ঃ **প্রযোজ্য নয়।**

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

দেশের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
২	২ জন **1. Training on Budget Circular 1.** **2. Training on Budget Circular 2.**

(৭) কম্পিউটারায়ন সংক্রান্ত তথ্য ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে মোট কম্পিউটারের সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কিনা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে লেন (LAN) সুবিধা আছে কিনা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়েন (WAN) সুবিধা আছে কিনা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
০৩	হ্যাঁ	হ্যাঁ	X	০৪	০৫

(৮) আদায়কৃত রাজস্ব/উদ্বৃত্ত/লভ্যাংশ থেকে সরকারী কোষাগারে জমার পরিমান ঃ

(কোটি টাকায়)

		২০০৯-২০১০		২০০৮-২০০৯		হাস (-)/বৃদ্ধি (+) হার
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিন্যু	X	X	X	X	
	নন-ট্যাক্স রেভিন্যু	.৬০	.৪৫৫৪	.৪০	.৩২৭৭	২০০৮-০৯ = (-) ১৮.০৭% ২০০৯-১০ = (-) ২৪.১০%
উদ্ধৃত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		X	X	X	X	X
লভ্যাংশ হিসাবে		X	X	X	X	X

চলমান পাতা-৪

(৯) প্রতিবেদনাধীন বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্য-সঙ্কট

৯.১ প্রতিবেদনাধীন বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা ঃ **প্রযোজ্য নয়।**

৯.২ প্রতিবেদনাধীন বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

(ক) চলচ্চিত্র সেন্সর সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে দেশী-বিদেশী সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক বাংলা ও ইংরেজী এবং আমদানীকৃত চলচ্চিত্রসমূহ বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য সেন্সর করা হয়ে থাকে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সেন্সর কার্যক্রম সাফল্যজনক অগ্রগতির পাশাপাশি পর্যাপ্ত সংখ্যক চলচ্চিত্রও সেন্সর করা হয়েছে। এছাড়াও অত্র দপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান উন্নয়নকল্পে Citizen Charter প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে বিভিন্ন আঙ্গিকে(প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অন্যান্য মাধ্যমে) ব্যাপক প্রচারসহ নিজস্ব ওয়েব সাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৭৭টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ২১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি, ৫৪টি বাংলা ও ৪টি ইংরেজি ট্রেইলার এবং ২টি বিজ্ঞাপনচিত্র সেন্সর করা হয়েছে।

- ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৬৪টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ১৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি, ৬০টি বাংলা ট্রেলার ও ৫টি ইংরেজি ট্রেইলার এবং ২টি বিজ্ঞাপনচিত্রের সেন্সর সনদপত্র জারী করা হয়েছে।

- ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা এবং ১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী নয় মর্মে সেন্সর আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

- এছাড়াও ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে একাদশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য ৬৫টি, ৩য় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য ৩৬টি এবং ১১তম আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য ৩৪টি দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র পরীক্ষণপূর্বক বিশেষ সেন্সর সনদপত্র জারী করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড চলচ্চিত্রের প্রচারের জন্য নির্মিত পোস্টার ও ফটোসেট অনুমোদন দিয়ে থাকে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড থেকে ১২০টি চলচ্চিত্রের পোস্টার ৬০টি চলচ্চিত্রের ফটোসেট এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

- ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৩টি চলচ্চিত্র আপীল কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষিত চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে ২টি চলচ্চিত্র কর্তন সাপেক্ষে প্রদর্শন উপযোগী এবং ১টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অনুপযোগী মর্মে ঘোষণা করা হয়েছে।

(খ) চলচ্চিত্র পরিদর্শন

বর্তমানে চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন ও বিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। পরিদর্শকগণ মাঠ পর্যায়ে নিয়মিতভাবে পরিদর্শনে যাচ্ছেন। চলচ্চিত্র শিল্পের সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে আইন ও বিধি লংঘনকারী চলচ্চিত্রগুলোর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

- **পরিদর্শনকৃত বিভিন্ন স্থান ও জেলার নাম**

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, চট্রগ্রাম, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, পাবনা, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী, ফেনী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, রাঙ্গামাটি।

সেন্সরবিহীন দৃশ্য প্রদর্শনের দায়ে গৃহীত ব্যবস্থা

- স্থায়ীভাবে সেন্সর সনদপত্র বাতিলকৃত চলচ্চিত্রের তালিকা ঃ (১) ধর মাস্তান, (২) ভয়াবহ, (৩) দেখাও গুরু।

- **চলচ্চিত্রে অশ্লীলতারোধে গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থা**

স্থানীয় পর্যায়ে সুষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রদর্শন কার্যক্রম তদারকি ও নিশ্চিত করা এবং অশালীন ও সেন্সরবিহীন ছায়াছবি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট সিনেমা হলের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নিয়মিত জেলা প্রশাসন/ জেলা তথ্য অফিসে সনদপত্র প্রাপ্ত ছায়াছবির আপত্তিকর দৃশ্যের কর্তন তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। সেন্সরবিহীন অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অভিযোগ পাওয়ায় ১৭টি সিনেমা হল থেকে চলচ্চিত্র জব্দ করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনে জব্দপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

চলমান পাতা-৫

অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন এবং চলচ্চিত্রের ভিডিও পাইরেসী বন্ধকল্পে টাস্কফোর্স তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। টাস্কফোর্স এর কার্যক্রমে অশ্লীল ছবির প্রযোজক, পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই এ অবৈধ কার্যক্রম থেকে বিরত আছেন। সিনেমা হলগুলিতে নজরদারি বৃদ্ধি পাওয়ায় অশ্লীল দৃশ্য প্রদর্শন কমে গেছে। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রসমূহে সেন্সর বাহির্ভূত অশ্লীল দৃশ্য সংযোজনের কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

(গ) মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

চলচ্চিত্রে নকল, অনিয়ম ও অশ্লীলতা রোধে আইনানুগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে চলচ্চিত্রের সংক্ষুব্ধ প্রযোজকগণ কর্তৃক উচ্চ ও নিম্ন আদালতে বিভিন্ন মামলা দায়ের করা হয়। বর্তমানে উচ্চ আদালতে ১৯টি ও নিম্ন আদালতে ১টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিমিত্তে দফাওয়ারী জবাব আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং এর রীট শাখায় ও বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত মামলাগুলো বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে।

(ঘ) রাজস্ব আয় ঃ

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর-ব্যতিত রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে চলচ্চিত্র সেন্সর ও স্ক্রীনিং ফি বাবদ = ৪৫,৫৪,০০০/-(পঁয়তাল্লিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। এ আয় ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের রাজস্ব আদায়ের চেয়ে ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা বা শতকরা ৩৯ ভাগ বেশী।

(ঙ) ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আইসিটি উন্নয়ন :

■ বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আইসিটি সংক্রান্ত উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও আইসিটি সম্পৃক্ত কর্মচারীদের কম্পিউটার ভিত্তিক জ্ঞান ও বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও নিজস্ব ডাইনামিক ওয়েব সাইট চালুসহ ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে এবং অত্র দপ্তরে ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলির মধ্যে লেন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও অত্র বোর্ডের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য, উপাত্ত এ দপ্তরের ওয়েব সাইট www.fcb-bd.org তে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

■ ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ সেন্সরের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ সেন্সরের লক্ষ্যে বিদ্যমান দ্যা সেন্সরশিপ অব ফিল্মস এ্যাক্ট (সংশোধিত) ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে একটি খসড়া প্রস্তাব ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। বর্ণিত সময়ে ৫টি ডিজিটাল চলচ্চিত্র সেন্সর করা হয়েছে।

(চ) আইন সংশোধন :

ফিল্ম ক্লাবসমূহ (রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৮০ রহিত করে নতুন চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন, ২০১০ নামে একটি নতুন আইন তৈরী করা হচ্ছে। চলচ্চিত্র সেন্সরের জন্য বিদ্যমান সেন্সরশিপ অব ফিল্মস এ্যাক্ট (সংশোধিত) ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া সেন্সর সংক্রান্ত বিধি ও নীতিমালা সংশোধনের প্রক্রিয়া চলছে।

(ছ) জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০০৮ :

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কর-২০০৮ প্রদান উপলক্ষে গঠিত জুরি বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেছে। এ সময় বোর্ডে পুরস্কারের জন্য জমাকৃত ১৭টি চলচ্চিত্রের স্ক্রিনিং করা হয়। পুরস্কার বাছাই এর কাজে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বোর্ড পুরস্কারের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ২৩টি ক্যাটাগরির সাইটেশন প্রণয়ন ও ভিডিও ক্লিপিং প্রস্তুত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ এপ্রিল' ২০১০ এ চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করেন।

৯.৩ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণঃ প্রযোজ্য নয়।

চলমান পাতা-৬

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত ঃ

১০.১ ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের কর্মকান্ডের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলী সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি ?

- সেন্সর সংক্রান্তত্ম আইন, বিধি ও নীতি সঠিক প্রতিপালনের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের সেন্সর কার্যক্রম পরিচালনা, পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার ও টাস্কফোর্স গঠন করার মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্পকে অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হতে রক্ষা করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সারাদেশের অধিকাংশ সিনেমা হলে অশালীন ও সেন্সর বিহীন দৃশ্যসহ চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ এবং সুস্থ ও রুচিশীল ছায়াছবির আইনানুগ প্রদর্শন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ফলে বর্তমানে সামগ্রিক চলচ্চিত্র শিল্পে একটি সুস্থ পরিবেশ বিরাজ করছে।

- জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-০৮ প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জুরি বোর্ডকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড কর্তৃক সাচিবিক সহায়তা প্রদান, এ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় টেক্সাট সরবরাহ এবং পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের জন্য ভিডিও ক্লিপিং ও সাইটেশন প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-০৮ প্রদান সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে সেন্সর বোর্ড।

১০.২ উদ্দেশ্যাবলী সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ ঃ প্রযোজ্য নয়।

১০.৩ মন্ত্রণালযের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলী আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ ঃ

- তথ্য প্রযুক্তির প্রসার, শিল্পশৈলীতে উৎকর্ষ ও বৈচিত্র আনয়ন, সামাজিক বিবর্তন, বাণিজ্যের বিশ্বায়নের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রতিযোগিতা সামর্থ্য অর্জন ইত্যাদি লক্ষ্য পূরণে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আইন, বিধি ও কোডসমূহ যুগোপযোগীকরণ।

- ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের অবকাঠামোর উন্নয়ন।

অনুচ্ছেদ ১১-২২ ঃ প্রযোজ্য নয়।

সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবের স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

"দু'টি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা-১০০০।

আষাঢ়/১৪১৭ বঙ্গাব্দ।
নং-২(৬)/৯৯/অংশ-১/২০০৬-বাচসেবো/ তারিখঃ----------
জুলাই/২০১০ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয় ঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০০--২০১০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ তম/প্রঃ-২/সি-০৬/২০০৯/২৪১(৩০), তারিখঃ ৩১-০৫-২০১০ খ্রিঃ ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদানুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের নিমিত্ত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক প্রণীত নির্ধারিত ছকে অত্র দপ্তরের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন সফ্‌ট কপিসহ (সিডি) পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(সুরথ কুমার সরকার)
ভাইস চেয়ারম্যান
ফোনঃ ৯৩৩২৪২৭
ফ্যাক্সঃ ৯৩৩৯২৮৫
ই-মেইলঃ secretarybfcb@yahoo.com

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের কার্যক্রম

সেন্সর সংক্রান্ত							
মাসের নাম	পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা	পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি	বাংলা ট্রেইলার	ইংরেজি ট্রেইলার	বিজ্ঞাপন	উৎসব	আয়
জুলাই/০৯	৬	১	-	-	-	-	৩,২০,০০০/-
আগষ্ট/০৯	১৩	১	৩	-	-	-	৬,৬৯,৫০০/-
সেপ্টেম্বর/০৯	৯	২	৫	-	-	-	১,৪৭,০০০/-
অক্টোবর/০৯	৫	১	১০	২	-	-	৩,৫১,৫০০/-
নভেম্বর/০৯	৭	১	৬	-	১	-	১,৮৬,০০০/-
ডিসেম্বর/০৯	২	-	২	-	-	একাদশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৬৫টি	৬,৩৩,৫০০/-
জানুয়ারি/১০	২	২	৫	-	-	৩য় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৩৬টি	৩,৬৫,০০০/-
ফেব্রুয়ারি/১০	৬	২	৪	-	-	-	১,৭৬,০০০/-
মার্চ/১০	৭	৪	৬	-	-	১১তম আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্র উৎসবের ৩৪টি	৬,৮৭,০০০/-
এপ্রিল/১০	৬	৫	৫	১	-	-	২,৬৭,৫০০/-
মে/১০	৮	-	৪	-	-	-	৬,০০,০০০/-
জুন/১০	৬	২	৪	১	-	-	১,৪৮,৮০০/-
মোট	৭৭	২১	৫৪	৪	১		৪৫,৫৪,০০০/-

সেন্সর সনদপত্র জারী সংক্রান্ত							
মাসের নাম	পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা	পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি	বাংলা ট্রেইলার	ইংরেজি ট্রেইলার	বিজ্ঞাপন	উৎসব	আয়
জুলাই/০৯	২	১	১	-	১	-	
আগষ্ট/০৯	৮	১	৩	-	-	-	
সেপ্টেম্বর/০৯	১২	২	৮	-	-	-	
অক্টোবর/০৯	৪	১	১১	২	-	-	
নভেম্বর/০৯	৬	১	৭	-	১	-	
ডিসেম্বর/০৯	২	-	২	-	-	একাদশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৬৫টি	
জানুয়ারি/১০	৩	১	৫	-	-	৩য় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৩৬টি	
ফেব্রুয়ারি/১০	৪	১	২	-	-	-	
মার্চ/১০	৮	৬	৮	১	-	১১তম আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্র উৎসবের ৩৪টি	
এপ্রিল/১০	৬	২	৫	১	-	-	
মে/১০	৫	২	৪	-	-	-	
জুন/১০	৪	১	৪	১	-	-	
মোট	৬৪	১৯	৬০	৫	২		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা-১০০০।

২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ও ইংরেজি চলচ্চিত্র, ট্রেইলার ও বিজ্ঞাপনচিত্রের সেন্সরকরণ এবং সনদপত্র প্রদানের বিবরণ ঃ

ক্রঃ নং	চলচ্চিত্রের ধরণ	সেন্সরকৃত চলচ্চিত্রের সংখ্যা	সেন্সর সনদপত্র জারীকৃত চলচ্চিত্রের সংখ্যা	মন্তব্য
ক. জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের জন্য ঃ				
১	পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা	৭৭	৬৩	
২	পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি	২১	১৯	
৩	বাংলা ট্রেইলার	৫৪	৬০	
৪	ইংরেজি ট্রেইলার	৪	৫	
৫	বিজ্ঞাপনচিত্র	১	২	
	মোট =	**১৫৭**	**১৪৯**	
খ. আয়োজিত বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ঃ				
১	একাদশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৩৬	১৩৬	
২	৩য় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	৩৬	৩৬	
৩	১১তম আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্র উৎসব	৩৪	৩৪	
	মোট =	**২০৬**	**২০৬**	
	সর্বমোট (ক+খ) =	**৩৬৩**	**৩৫৫**	